Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 98 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 98 - 103
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নজরুলের কাব্যে বিদ্রোহীসত্তার স্বরূপ সন্ধান

তুষার কান্তি সেন
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কে. এন. বি ওমেন্স মহাবিদ্যালয়, আসাম
Email ID: tushar05566@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Nazrul, poetry, rebelliousness.

Abstract
The 20th century is a very important period in the field of Bengali literature. A great change and instability has been observed in all social, political, or state spheres during this period. Since literature is the mirror of the society, contemporary reflection has happened in literature. Bengali poetry world is one of them. A special poet of this 20th century is Kazi Nazrul Islam. He started writing poetry free from the influence of Rabindra. One of the characteristics of his poetry is protest, rebellion. Also called rebel poet.

Discussion

বিদ্রোহ সামাজিক ব্যক্তি মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। অন্যায়, শোষণ আর শাসনের জঠর থেকেই বিপরীতধর্মী বিদ্রোহ সত্তার সূচনা। যাপিত জীবনের যেখানেই অত্যাচার আর নিপীড়ন মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানেই জীবনের স্বাভাবিক রূপকে রক্ষা করতে জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন। ইতিহাস থেকে যেকোনো সময় সমাজের এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তবে সাধারনের বিদ্রোহ প্রতিবাদ কর্মে আর সাহিত্যিকের কলমে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও প্রতিবাদের গান শোনা গেছে। আর বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তা আরো দরাজ হস্তে।

উল্লেখ্য, প্রাচীন মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্য গুলিতেও বিদ্রোহ, প্রতিবাদের সুর শোনা গেছে। দশম-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের চর্যাপদ থেকে শুরু অষ্টাদশ শতকের শাক্ত পদাবলী-সর্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনি ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রতিবাদ কখনো নিজের থেকে শক্তিশালী ব্যক্তি, জমিদার গোষ্ঠী বিরুদ্ধে কিংবা কখনো দেববাদের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে। মানুষ প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে সেখানেও নিজের স্বাধীন সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে তুলেছিল। স্বাধীন সত্তার এই প্রবৃত্তি পরবর্তীতে আধুনিক কাব্যের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ফুটে উঠেছিল। আধুনিককালের কাব্যে কোন কোন কবি কাব্যের গতানুগতিগতাকে ভেঙে তাতে নবীনত্বের জোয়ার এনেছিলেন। কেউ বা বিষয় বস্তুতে প্রবল ভাবে বিদ্রোহী সত্তাকে স্থান দিয়েছিলেন। মধুসূদন দত্ত যেমন বাংলা কাব্যকে নবজীবন দান করেছিলেন। ছন্দ-প্রকাশ ভঙ্গিতে তাঁর কাব্য পাঠককে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। আর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 98 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যাঁরা সময় সমাজের গর্হিত অপরাধের বিরুদ্ধে কাব্যে সুর চড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। বিশেষত কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সাথে সাথে 'বিদ্রোহী' তক্‌মাটি পেয়ে বসেছিল। তবে শুধু 'বিদ্রোহী' নয়, কম-বেশি সমস্ত কাব্যে তাঁর এই প্রতিবাদী সত্তার স্ফুরণ ঘটেছে। সমালোচক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই নজরুল ইসলামের কাব্য ও জীবনদর্শন ব্যক্ত হয়নি, কবির অন্যান্য রচনাতেও বিদ্রোহী জীবন দর্শন প্রকাশিত। নজরুল কাব্যের স্বরূপই হল বিদ্রোহ — প্রচলিত অবস্থার বিরুদ্ধে, স্থিবস্থার বিরুদ্ধে। বিদ্রোহের অনুভূতি তাঁর কাব্য রচনার মৌলিক শর্ত; অন্যতম নয়।"[১]

আসলে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করলে বিশেষ কিছু দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা সেই পটভূমিতেই কবি-সাহিত্যিকদের কলম হাতে ধরতে হয়েছে। নজরুল যখন সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করেন তখন সমগ্র ভারত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পরাধীনতার নিপীড়নে জর্জরিত। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাব এই পরাধীন ভারতের যুগজীবনের পটভূমিকায়। কবিকে চঞ্চল করে তুলেছিল তৎকালীন সময়ের জীবনের বেদনা। অর্থাৎ, বিশ শতকের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন ছিল প্রবল ভাবে ঘটনাবহুল। এই শতকেই ঘটে গেছে দুটি মহাযুদ্ধ (১৯১৪, ১৯৩৯)। বিশেষ করে দেশে সে সময় ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। সেই শতকেই বাংলা সাহিত্য আকাশে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। এই রবীন্দ্র মোহ জালে বাংলার ঝাঁক ঝাঁক কবি সাহিত্যিকেরা আত্মাহুতি দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রবাহ থেকে যারা বেরিয়ে একটু স্বতন্ত্র ধারায় পথ ধরলেন তারা হলেন মূলত মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণুদে, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। তাদের মধ্যে নজরুল ইসলাম তার কাব্য ধারায় একস্বতন্ত্র পথ ধরেছিলেন। সে ধারারই অন্যতম দিক তার প্রতিবাদসত্তা। তাই নজরুল কলমকেই হাতিয়ার করে তোলেন। 'অগ্নিবীনা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় কবির প্রতিবাদের সুর জ্বলজ্বল করে ব্যক্ত হয়। রাজ শক্তির বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। যেমন – 'রক্তাম্বরধারিনী' কবিতায় কবি মায়ের দনুজদলনী অশিব-নাশিনী চন্ডীরূপকে জানিয়েছেন —

> "রক্তাম্বর পর মা এবার
> জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন;
> দেখি ঐ কারে সাজে মা কেমন
> বাজে তরবারি ঝনন্‌-ঝন্‌"[২]

বিশ শতক জুড়ে চারিদিকে যেমন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চলছিল তাতে কবির প্রতিবাদ এমনই হওয়া স্বাভাবিক। যেখানে দেবী রয়েছেন রণমূর্তি ধারণ করে। তাই মায়ের প্রতি কবির একান্ত অনুরোধ মা যেন তার সিঁথির সিঁদুর মুছে সেখানে কাল চিতা জ্বেলে তাঁর খঙ্গ স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা করে, অসুর নাশক বিষ্ণু চক্রকে হেম কাঁকন করে অত্যাচারের বিনাশ করেন। যেমন –

> "সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মাগো,
> জ্বাল সেথা জ্বাল কাল চিতা।
> টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা"[৩]

বিদেশি ইংরেজের অত্যাচারে জর্জরিত ভারতবাসীর করুণদশা কবি সহ্য করতে পারেন নি। শ্বেত চামড়ার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কবি নজরুল মাকে হাতে চাবুক নিয়ে শাস্তি বিধানের অনুরোধ করেছে। যেমন –

> "মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা,
> সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ,
> জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে
> লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 98 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসলে কবি দেবী দুর্গাকেই প্রতিবাদী করে তুলেছেন। কেননা দুর্গার একটি রূপ যেমন কল্যাণী জগদ্ধাত্রী, তেমনি অন্যরূপ হল - চন্ডী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী। তৎকালীন আসুরিক শক্তির অত্যাচারে পীড়িত পৃথিবীকে রক্ষার জন্য দেবীর চন্ডী রুপই প্রয়োজন।

অন্যদিকে নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহ'। যেখানে কবিচিত্তের প্রবল জাগরণের সুর শত তরঙ্গ ভেঙ্গে বিপুল উচ্ছ্বাসে ও আবেগে প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন দেশ ও জীবনের আলোড়ন নজরুলের মানষ প্রবণতাকে উজ্জীবিত করেছিল। আর তাই তিনি ছন্দে-চিত্রকল্পে সেই উচ্ছলিত ভাবাবেগকে 'বিদ্রোহী' কবিতার ঝংকার ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

কবি অদ্ভুত এক বীব সত্তাকে জাগ্রত করতে 'আমি' সর্বনামের বহুবার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কবিতাটিতে। তিনি বিদ্রোহী, তিনি প্রতিবাদী। তাই কবির 'আমি' –

"আমি চিরদুদর্ম, দুর্বিনীত, নৃশংস
মহা-প্রলয়ের আমি নটররাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!"[৫]

এই 'বিদ্রোহীসত্তা' হল সর্ব বন্ধন মুক্ত ব্যক্তি মানুষের আত্মজাগরণ। এই আত্মজাগরণের মাধ্যমেই মানুষ মুক্ত, স্বাধীন ও নির্ভীক হতে পারে। এই প্রতিবাদ সমষ্টির মুক্তি আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তিও ঘটে। তাই কবি বলতে পারেন বার বার–

"বল বীর–
চির উন্নত মম শির।"[৬]

বৃহৎ এই পৃথিবীতে জন্ম-মৃত্যু, মিলন-বিরহ, সৃষ্টি-ধ্বংস ইত্যাদি রয়েছে বলেই মানব জীবনও স্ব-বিরোধী স্বভাবের তাড়নায় আক্রান্ত। হিংসা-প্রীতি, ভোগ-ত্যাগ, জিজীবিষা-জিঘাংসা, বীরত্ব-ভীরুতা, ভক্তি-ঔদ্ধত্য, কাম-প্রেম ইত্যাদি বিষয়গুলি যেন এই বিচিত্র জীবন শত দলের নানামুখী প্রকাশ। তাই বিদ্রোহীর এক হাতে বাঁশরী তো অন্যহাতে রণতুর্য, সে কখনো প্রশান্ত আবার কখনো অশান্ত।

অন্যদিকে কবিতাটির প্রকাশ আরো বিশাল পরিসর জুড়ে। যেখানে শুরুতেই মহাবিশ্বের মহাকাশ বিদীর্ণ করে ভূলোক, দ্যুলোক, গোলক ভেদ করে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, খোদার আসন অতিক্রম করে তার আবির্ভাব যেন নাটকীয় ক্রমোন্বতির দিকে এগিয়ে চলে। যেমন –

"ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর!"[৭]

আমি তাই আশাবাদী। একদিন তিনি শান্ত হবেন। যেদিন পৃথিবীতে নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের জন্য; সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের জন্য পরম ঐক্য ও সম্প্রীতির দুরন্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারিত হবে। যেমন–

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃনান ভীম রণ-ভূমে রণিবে না –
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"[৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 98 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অন্যদিকে কবি নজরুলের কাছে সকল মানুষ ছিল সমান। তিনি মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি পোষণ করতেন। মানুষের ব্যথা ও বেদনা তাঁকে গভীর ভাবে অভিভূত করতো। তাই নির্যাতিত মানুষকে দেখলেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। কেননা তাঁর কাছে মানুষের স্থানই সর্বোচ্চ–

"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি।"[৯]

'কুলিমজুর' কবিতায় কবি একজন কবিকে লাঞ্ছিত হতে দেখে সহানুভূতিতে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল এবং সেই অত্যাচারী মানুষদের প্রতি তিনি বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করেছেন। যেমন –

"দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে–
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল!"[১০]

আবার 'ফরিয়াদ' কবিতায় নজরুল পৃথিবীতে সকলের সমানাধিকারের কথা বলেছেন। তিনি সকলের প্রতি সাম্যভাবধিকার দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন –

"এই দিবা রাতি আকাশ বাতাস নহে একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল,
বাসে ভরা, রসে ভরা ফল,
সু-স্নিগ্ধ মাটি, সুধা সম জল, পাখির কণ্ঠে গান –
সকলের এতে সম অধিকার।"[১১]

'নারী' কবিতায় নারী-পুরুষকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন কবি। নারী-পুরুষের ভেদাভেদ ভুলে পৃথিবীর সমগ্র কর্মে পুরুষের সাথে নারীরও যে অবদান রয়েছে তা তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে –

"বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[১২]

কবি জাত-পাতের সংকীর্ণ বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছেন কেননা জাতপাতের তৈরি সমস্যা মানুষের জীবনে কোন অগ্রগতি আনতে পারে না। বরং সুন্দরকে ধ্বংস করে ছাড়ে। তাই 'জাতের বজ্জাতি' কবিতায় তীব্র বিদ্রোহ করে কবি বলেছেন –

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া।।"[১৩]

তাইতো কবি বারবার জাত পাতের উর্ধে উঠে মানবতার গান গাইতে চেয়েছেন।তার কাছে মানুষের প্রধান ছিল নারী পুরুষ নারী পুরুষ ধর্মীয় অসাম্য ভেদাভেদ এসব ত্যাগ করতে চেয়েছেন। তারই প্রবণতাকে প্রত্যক্ষ করে সমালোচক কৃষ্ণ গোপাল রায় বলেছেন,

> "সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজের উৎখাতের পাশাপাশি তাই সামাজিক সাম্য–নারী-পুরুষের সাম্য, ধর্মীয় সাম্য, ভাষা-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সাম্য স্থাপনের অভিযানে তিনি অগ্রধ্ব জাধারী, সমাজ জীবনের হাচি-কাশি ইত্যাদি কুসংস্কার নীপাতের তিনি অগ্রচারী সৈনিক, প্রেমের সুন্দরের তিমি সন্নত–বিহ্বল পূজারী, আবার সাম্প্রদায়িকতার তিনি পরম শত্রু।"[১৪]

এই ভাবে কবি নজরুল সমাজের যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার, আস্য, শোষণ, বঞ্চনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন। তবে বলাবাহুল্য নজরুলের বিদ্রোহের স্বরূপে কিছু আপাত-বিরোধিতা রয়েছে, আবেগের প্রাবল্য রয়েছে। তবে তার কারণ নিহিত রয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবির তীব্র অসহিষ্ণুতার জন্য, মানব প্রীতি ও স্বদেশ প্রীতির আধিক্যের জন্য। তবে নজরুল বাংলা সাহিত্যে যেসব বিদ্রোহমূলক কবিতা লিখেছেন, তাতে তাঁকে অনেক সমালোচক বিদ্রোহমূলক কবিতার সার্থক সূচনাকারী বলে অভিহিত করলেও নজরুলের পূর্বে বা তাঁর সমসাময়িক কালে সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখের কাব্যে মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও অন্যায়ের প্রতিবাদের অভাব ছিল না। কিন্তু মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি থেকে যে যথার্থ বিদ্রোহমূলক কবিতার জন্ম হতে পারে, তা বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম একটি পৃথক ধারায় দেখালেন। স্মরণ করা যায় সমালোচক প্রসুন মাঝির এই মূল্যায়ন –

> "নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতাতে তাঁর সমকালীন যুগের সুরই ধ্বনিত হয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব বিদ্রোহমূলক কবিতার সৃষ্টি হয়েছিল, পরাধীনতা অভিশাপ দূর হবার সাথে সাথে সেই সব কবিতার যুগোচিত প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এখন এসব কবিতার মূল্য কেবল সেই বিশেষ যুগের ইতিহাসের মধ্যেই। অন্যান্য যেসব কবিতায় মানুষের লাঞ্ছনা, অবমাননা প্রভৃতিতে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন, সেই জাতীয় কবিতায় সাহিত্যের শিল্পসৌন্দর্য অপেক্ষা মানুষের দুঃখ বেদনা ও অভাব-অভিযোগের সুর প্রধান হওয়ায় এইসব তাঁর মানব-প্রীতির অকুণ্ঠ নিদর্শন হিসেবে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহমূলক কবিতাগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে যুগের নিজস্ব প্রয়োজন ও মানুষের লাঞ্ছনা, বেদনা ও অবমাননায় বিদ্রোহী কবি নজরুল যে এই জাতীয় কবিতা লিখেছেন, অনাগতকালেও কবিতাগুলি এইরূপ দাবি করবে।"[১৫]

এভাবে স্বতন্ত্র ধারায় যেসব কবিরা কিছুটা হলেও নিজস্বতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তার মধ্যে কাজী নজরুল অন্যতম। সমকালীন যন্ত্রণায় কাতর কবি যাবতীয় অসাম্যেরর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিদ্রোহ করে একটি নিজস্ব অভিনব পথ সূচনা করতে পেরেছিলেন।সমালোচক ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য বলেছেন –

> "নজরুলের বিদ্রোহ কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের রূপ নয়, এর মূলে আছে তার গভীর মানবপ্রেম, মানবিক গুন সম্পূর্ণ কবিচিত্ত মানুষের উপর নির্যাতন, শোষণ ও অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন।"[১৬]

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, 'নজরুলইসলাম কবিমানস ও কবিতা', রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৯২, পৃ. ৯৩
২. তদেব, পৃ. ৪৫৫
৩. তদেব, পৃ. ৪৫৪
৪. তদেব, পৃ. ৪৫৪
৫. ইসলাম, কাজী নজরুল, 'সঞ্চিতা', নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০৫, পৃ. ১
৬. তদেব, পৃ. ২
৭. তদেব, পৃ. ১
৮. তদেব, পৃ. ৫
৯. তদেব, পৃ. ৬২
১০. তদেব, পৃ. ৭১
১১. তদেব, পৃ. ৭৩
১২. তদেব, পৃ. ৬৮
১৩. মাঝি. প্রসূন, 'কবিতার নজরুল : নজরুলের কবিতা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০১৩, পৃ. ৬৩

১৪. রায়, গোপালকৃষ্ণ, 'সাহিত্য সঙ্গী', কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮, পৃ. ১৩

১৫. মাঝি, প্রসূন, 'কবিতার নজরুল : নজরুলের কবিতা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- ২০১৩, পৃ. ৭৭

১৬. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ -২০০৪

Bibliography:

আকর গ্রন্থ

১. ইসলাম কাজী নজরুল, 'সঞ্চিতা', নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০৫

সহায়ক গ্রন্থ

১. মুখোপাধ্যায় ডঃ বাসন্তী কুমার, 'আধুনিক কবিতার রূপরেখা', প্রকাশ ভবন, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯
২. মিত্র মঞ্জুভাস, 'আধুনিক বাংলা কবিতা', পুস্তক বিপনী, কলকাতা-৯, প্রকাশ প্রকাশ ২০০২
৩. চৌধুরী শীতল, 'আধুনিক বাংলা কবিতা নিবিড় পাঠ', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯
৪. শিকদার অশ্রুকুমার, 'আধুনিক কবিতার দিগ্ বলয়', অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ ১৩৮১
৫. ভট্টাচার্য তপোধীর, 'কবিতার রূপান্তর,সাহিত্য লোক, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৬
৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, 'কবিতা নন্দন ও সময়', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ ২০০৩
৭. মুখোপাধ্যায় তারাপদ, 'আধুনিক বাংলা কাব্য', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৪২৪
৮. দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮
৯. সিকদার অশ্রুকুমার, 'কবির কথা কবিতার কথা', অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ ১৪০০
১০. মুখোপাধ্যায় তরুণ, 'একালের কবিতা পাঠকের দর্পণে', সোনার তরী, কলকাতা-৫৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯